দৈনিক জনকণ্ঠ

দৈনিক জনকণ্ঠ MAR. 4 2001

তারিখ ...

পৃষ্ঠা ... কলাম ...

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় এখন তিন বন্ধুর নিয়ন্ত্রণে ॥ সুধী মহলে উৎকণ্ঠা !

মনির হায়দার

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে এখন তিন বন্ধুর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। দেশের উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রের গুরুদায়িত্বসম্পন্ন এই প্রতিষ্ঠানের একাডেমিক, প্রশাসনিক ও পরীক্ষাসংক্রান্ত বিষয়ে যে কোন সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয়ে থাকে এই তিনজনের মতামতের ভিত্তিতেই। ফলে বিশ্ববিদ্যালয়টিতে এ সংক্রান্ত আইন-কানুন এবং নিয়মনীতি সম্পূর্ণরূপে নির্বাসিত হতে চলেছে। পাশাপাশি বিশৃঙ্খল আবর্তে নিক্ষিপ্ত হতে যাচ্ছে গোটা কলেজ শিক্ষা ব্যবস্থা। অবস্থায় সংশ্লিষ্ট ওয়াকিফহাল মহল দারুণভাবে উদ্বিগ্ন উৎকণ্ঠিত।

খোঁজ নিয়ে জানা যায়, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তম বিতর্কিত উপাচার্য দুর্গাদাস ভট্টাচার্য, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক বি রতন বড় য়া এবং উপ-পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক অমল কা

(২ পৃষ্ঠা ১-এর কঃ দেখুন)

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় *(১২-এর পাতার পর)*

ছাত্রজীবনের পুরনো বন্ধু। তাঁরা একত্রে একই বিষয়ে অনার্স ও মাস্টার্স সম্পন্ন করেন। এঁদের মধ্যে দুর্গাদাস ভট্টাচার্য সবার শেষে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পদে যোগদান করলেও অন্য দু'জন এসেছেন আগেই। অবশ্য এক্ষেত্রে সিন্ডিকেটের প্রভাবশালী সদস্য হিসাবে নেপথ্য থেকে দুর্গাদাস ভট্টাচার্য সহায়ক ভূমিকা পালন করেছিলেন বলে শোনা যায়। এই দু'জনকে দু'টি গুরুত্বপূর্ণ পদে বসানোর পর জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাসংক্রান্ত কার্যক্রমের ওপর দুর্গাদাস ভট্টাচার্যের জোরালো আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয় বেশ আগেই। কিন্তু তিনি উপাচার্য হয়ে যোগদানের পর তিন বন্ধুর আধিপত্যের ষোলোকলা পূর্ণ হয়।

অভিযোগ আছে, তিন বন্ধু মিলে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে নানা অনিয়ম ও বিশৃঙ্খলার পরিধি বাড়িয়ে চললেও মূলত যে উদ্দেশ্যে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তা অর্জন আরও সুদূর পরাহত হয়ে পড়ছে। কারণ, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বশেষ ১৯৯৭-৯৮ সেশনের অনার্স পরীক্ষা শেষ হয়েছে গত বছরের সেপ্টেম্বর মাসে। নিয়মানুযায়ী তিন মাসের মধ্যে এ পরীক্ষার ফলাফল দেয়ার কথা। কিন্তু এরই মধ্যে প্রায় ৬ মাস অতিবাহিত হতে চললেও এখনও পর্যন্ত ফলাফল প্রকাশের কোন আভাস পাওয়া যাচ্ছে না। এ কারণে এ পরীক্ষার্থীদের মাস্টার্স-এ ভর্তি হবার পর্বটিও অনিশ্চিত হয়ে পড়ছে। অথচ অনার্সে ভর্তির সময় থেকে হিসাব করলে ২০০০ সালের মধ্যেই এসব ছাত্র-ছাত্রীর মাস্টার্স সম্পন্ন হয়ে যাবার কথা।

একটি আমলাতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ধীরে ধীরে একটি আমলাতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। এর প্রায় ২৫টি প্রফেসরের এবং প্রায় ৭০টি শিক্ষকের পদ আজও পর্যন্ত পূরণের উদ্যোগ নেয়া হয়নি। ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কাউন্সিল, কলেজ ও কেন্দ্রের বোর্ড অব গবর্নরস, বিভিন্ন ইনস্টিটিউটের বোর্ড অব গবর্নরস এবং একাডেমিক কমিটিসমূহে শিক্ষকদের জন্য নির্ধারিত পদগুলো এখনও পর্যন্ত শূন্য আছে। অর্থাৎ উল্লিখিত পরিষদগুলো জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় আইন অনুযায়ী শিক্ষক প্রতিনিধিত্ব ছাড়াই আমলাতান্ত্রিকভাবে পরিচালিত হচ্ছে। জানা গেছে, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতোপূর্বেকার উপাচার্য এসব প্রফেসর ও শিক্ষকের পদসমূহ পূরণের উদ্যোগ নিয়েছিলেন একাধিকবার। কিন্তু সিন্ডিকেটের প্রভাবশালী সদস্য দুর্গাদাস ভট্টাচার্যের কারণে সে উদ্যোগ বাস্তবায়িত হতে পারেনি। অর্থাৎ সংশ্লিষ্ট আইন অনুযায়ী পরিচালিত না হয়ে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় এখন পরিচালিত হচ্ছে আমলাতান্ত্রিক পদ্ধতিতে। শিক্ষা ক্ষেত্রের গুরুত্বপূর্ণ এই প্রতিষ্ঠানের নীতি নির্ধারণের কাজে শিক্ষক সমাজের উল্লেখযোগ্য কোন প্রতিনিধিত্ব নেই।

দুর্গাদাসের হঠকারিতায়

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান বিতর্কিত উপাচার্য দুর্গাদাস ভট্টাচার্যের হঠকারী সিদ্ধান্তের কারণে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাঁর সরকারের চলতি মেয়াদে টুঙ্গিপাড়ায় মুক্তিযুদ্ধ, বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ গবেষণা ইনস্টিটিউটের কার্যক্রম উদ্বোধন করতে পারছেন না। অথচ গত ডিসেম্বর মাসে এটি উদ্বোধন হবার কথা ছিল। জানা যায়, গত বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় বঙ্গবন্ধুর সমাধি সৌধের অদূরে মুক্তিযুদ্ধ, বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ গবেষণা ইনস্টিটিউটের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। এর আগে এটির ডিজাইন ও মডেল একাধিক দফায় দেখে পর্যবেক্ষণের পর তা অনুমোদন করেন। যথারীতি কাজও চলছিল এর। কথা ছিল ২০০০ সালের ডিসেম্বর মাসে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ ইনস্টিটিউটের কার্যক্রম উদ্বোধন করবেন। কিন্তু গত অক্টোবর মাসে উপাচার্যের দায়িত্ব নিয়েই দুর্গাদাস ভট্টাচার্য টুঙ্গিপাড়ায় ইনস্টিটিউটের কার্যক্রম বন্ধ করে দেন। এ সময় তিনি বলেন যে, এটা যথাযথভাবে হচ্ছে না। গত ৪/৫ মাস ধরে এর কাজ বন্ধ রয়েছে। এ অবস্থায় ইনস্টিটিউটটি কি ধরনের করা যায় সে সম্পর্কে ধারণা অর্জনের উদ্দেশ্যে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন পরিচালক ও ফ্যাসিলিটিজ ডিপার্টমেন্টের একজন প্রকৌশলীকে গতকাল মঙ্গলবার দু'সপ্তাহের সফরে ভারতে পাঠানো হয়েছে। প্রায় ৫ লাখ টাকা ব্যয়ে আয়োজিত এই সফরকালে উল্লিখিত দু'ব্যক্তি কলকাতা ও দিল্লীর রামকৃষ্ণ মিশনসহ একাধিক ইনস্টিটিউট পরিদর্শন করবেন। এরপর তাঁদের দ্বারা নির্ধারিত মডেলেই স্থাপন করা হবে মুক্তিযুদ্ধ, বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ গবেষণা ইনস্টিটিউট। অর্থাৎ এটি একটি দীর্ঘমেয়াদী ব্যাপার এবং সে কারণে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাঁর চলতি মেয়াদে এটি উদ্বোধন করতে পারছেন না। অথচ তাঁর অনুমোদিত মডেল ও নক্সা অনুযায়ী গত প্রায় এক বছর ধরে ইনস্টিটিউটের কাজ চলেছে।